তারিখ ... 19 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

028

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

বাংলাদেশে মূক ও বধির শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান পূর্বের তুলনায় কিছুটা প্রসার লাভ করেছে। সরকার সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে সময় সময় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বা পঙ্গুদের তুলনায় মূক ও বধিরদের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয়। মূক ও বধিরদের জন্য আজও কোন পুনর্বাসন ব্যবস্থা বা গঠনমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশে সরকারী বা সরকারী অনুদানে পরিচালিত যে কয়টি মূক ও বধির বিদ্যালয় রয়েছে ঐ বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য কার্যক্রম ও শিক্ষার মান মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রেখে তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র। ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আজও কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

মূক ও বধিরদের জন্য আজও কোন প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষামূলক কার্যক্রম নেওয়া হয় নাই। তাদের চিকিৎসা বা পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাসহ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তেমন জোরালো কোন কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা নাই। মূক ও বধির স্কুল থেকে সাধারণ শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ বা সমাজে যে কোন পেশা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তার কোন নিশ্চিত ব্যবস্থাও নেই। অথচ বিশ্বের প্রায় শিল্পোন্নত দেশে মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও কিভাবে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। মূক ও বধিরদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১। মূক ও বধিরদের জন্য সরকারী উদ্যোগে বিশেষ বইপত্র ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ এবং সেই সাথে খাতা, পেন্সিল, কলম ও স্কুলের পোশাকও সরবরাহ করা যেতে পারে।

২। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মূক ও বধির ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ মূক ও বধিরত্বের কারণ নির্ণয় ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র (Hearing Aid) সরবরাহের ব্যবস্থা।

৩। মূক ও বধিরদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন প্রকার কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা।

৪। টেলিভিশনের মাধ্যমে মূক ও বধির শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় এবং তাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন, কারিগরি শিক্ষার জন্য উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়। উল্লেখিত বিষয়ে সেমিনার ও স্বল্পদীর্ঘ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে স্কুলগুলোর মাধ্যমে প্রদর্শন করা যায়। সরকারী খরচে তাদের চিত্তবিনোদনসহ খেলাধুলার ব্যবস্থা।

৫। সর্বোপরি শিক্ষা শেষে মূক ও বধিরদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম সরকারীভাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী বিভিন্ন কারিগরি বা মূক ও বধিরদের দ্বারা সম্ভব এমন কোন পদে নিয়োগের জন্য মূক ও বধিরদের কোটা সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

৬। এ ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এগিয়ে আসতে পারে।

—মনজুর আহমেদ